দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ: 21-OCT 2000

ঢাবিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভর্তি

শর্তারোপে সংবিধান ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘনের অভিযোগ : ভর্তি নির্দেশিকায় নানা অসঙ্গতি

শাহজাহান শুভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে অযাচিত শর্তারোপ করতে গিয়ে দেশের সংবিধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩'র অধ্যাদেশের বেশকিছু ধারার লংঘন করা হয়েছে। এদিকে অসৎ উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে নানা অসঙ্গতি নিয়েই এবারের ভর্তি নির্দেশিকায় প্রণয়ন করেছে কর্তৃপক্ষ। ভর্তির শর্তারোপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লংঘন নিয়ে বর্তমানে শিক্ষকরা মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন। এদিকে ভর্তির শর্তারোপের বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ (শনিবার) ডিনস কমিটি সভা বসছে। আওয়ামী লীগ-বাম সমর্থিত নীলদলের শিক্ষকদের দাবি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩ অধ্যাদেশ অনুযায়ী নতুন নিয়মে ভর্তি পরীক্ষা নিতে হবে। তাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ অনুচ্ছেদ ৪৩ অনুসারে বিভাগীয় একাডেমিক ভর্তির ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত আরোপ করতে পারে। কোন বিভাগ শিক্ষার্থীদের ভর্তি [illegible] করে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

পৃঃ ১১ কঃ ৪-৬

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘনের অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিজেই নেয়। এ ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভাগের পক্ষ থেকে এ যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়ার পর একজন ডিনস কমিটির অনুমোদন পেয়েছে। এখন এর বিপক্ষে দাঁড়ানো বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-৭৩-এর সুস্পষ্ট লংঘন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩ পার্ট-১-এর অনুচ্ছেদ ৪৬-এ বলা হয়েছে, একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ভর্তি কমিটি গঠন করবে। এই ভর্তি কমিটিই মূলত ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

এদিকে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন দল বলছে, এই নীতিমালা ভর্তি পরীক্ষা কমিটিতে আলোচনা ছাড়াই তৈরী করা হয়েছে। তাদের দাবি নতুন নিয়ম অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক। এতে রয়েছে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারী মনোভাব। তারা '৭৩ অধ্যাদেশের প্রদত্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে অনুসরণ না করে বা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ভর্তি নীতিমালা প্রণয়নে স্বেচ্ছাচার চালানোর অভিযোগ তুলেছেন।

তাদের দাবি, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধ বা এসএসসি ও এইচএসসিতে ২০০ নম্বর করে বাংলা ও ইংরেজি পড়ার নতুন শর্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটিতে অনুমোদন করা হয়নি। বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী নতুন শর্তে আরোপ করা হয়। কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভা বসেছিল ২০ সেপ্টেম্বর। অন্যদিকে চেয়ারম্যানদের নিয়ে সভা বসেছিল ২৩ সেপ্টেম্বর। ২৩ সেপ্টেম্বরের সভায় নতুন আরোপিত শর্তগুলো প্রস্তাব আকারে চেয়ারম্যানরা উপস্থাপন করেছিলেন। পরে ওই প্রস্তাবই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তিন অফিস থেকে সিদ্ধান্ত আকারে ভর্তি নির্দেশনায় সংযোজন করা হয়। এছাড়া লোকপ্রশাসন বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে নতুন আরোপিত শর্তের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিভাগীয় চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুল আহসান কলিমুল্লাহও নতুন আরোপিত শর্ত তিন অফিসে পাঠাননি বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এরপরও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি নির্দেশিকায় লোকপ্রশাসন বিভাগে ভর্তির বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের শর্তযুক্ত দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুসারে প্রতিটি বিভাগ এ গঠিত একাডেমিক কমিটি ঐ বিভাগ সংক্রান্ত বিধিবিধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরী করে ডিন বরাবর পাঠাবে। তবে আদেশের অধ্যায় ৮(৪)-এ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি নির্ধারণ করবে- পাঠ্য কোর্স, পাঠ্য বইয়ের তালিকা, পাঠ্য বইয়ের সাথে সম্পর্কিত কোর্সের সমন্বয়, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার কমিটি গঠন। এ ক্ষেত্রেও বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ভর্তিসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা শর্ত আরোপের সুপারিশ করার সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অনুচ্ছেদ ৬-এ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্মুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা এ বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঠেকাতে এ নিয়ম করা হয়নি। শুধু ওদেরকে, তাহলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামিক অর্থনীতি পড়ানো হয় এই ধারণাটি তারা কোথায় পেলেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত খোঁজখবর নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঠেকাতে নিয়মটি করেছেন। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রচলিত অর্থনীতির পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতিও পড়ছেন। তাদের এই অতিরিক্ত যোগ্যতাই এখন কাল হয়ে দাঁড়াল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষা ইনস্টিটিউট রয়েছে, যার নাম আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় দেশের ও বাইরের শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়। ব্যতিক্রম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ। দক্ষ কূটনৈতিক তৈরীর ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই এখানে ভর্তি করানো হয়। ইংরেজি ব্যতীত অন্য যে কোন একটি ভাষা শিক্ষা করা এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক। মাদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা পূর্বের সিলেবাসের কারণে ইংরেজি ছাড়াও আরবী এমনকি উর্দু, ফারসিতেও দক্ষ হয়ে থাকেন। তাই তাদের জন্য তাদের ওপর কোর্স করা অনেক ক্ষেত্রে শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। এরকম অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকার পরও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও বাংলার শর্তারোপ তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ঠেকানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে? এছাড়াও এ বিভাগে ভর্তি প্রথম শর্ত অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা-ইংরেজি নেই। অথচ দ্বিতীয় শর্তেই তা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে গত বছর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারছে না। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মতে, সাংবাদিকতায় বাংলা-ইংরেজির গুরুত্ব থাকায় এ শর্ত দেয়া হয়েছে। এখানেও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কি পড়ে আসতে হবে সে ক্ষেত্রে বাংলা-ইংরেজির কথা উল্লেখ না থাকলেও পরেই ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিজেই কতটুকু জ্ঞান রেজাল্ট করেছে বা আবেদনকারী কতটুকু জ্ঞানে সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হল কে কত নম্বরের পরীক্ষা দিয়েছে। এটিই যোগ্যতার মাপ কাঠি। সত্যিই বড়ই বিচিত্র এ পৃথিবী।

এ ধরনের শর্তারোপ আবার ইংলিশ মিডিয়াম থেকে আসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার মানে বাংলায় যোগ্যতা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরই দরকার। সেটা অন্যদের দরকার নেই। গত ২০০৩-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহের দিন শিক্ষকতার সম্মানজনক আসন কিছু শিক্ষক ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের হেনস্তা করেছিলেন। পরে এ নিয়ে সাময়িকেছিলেন নানা নাটক।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটি সভা বসছে। সভায় শর্তাবলী প্রত্যাহারের চূড়ান্ত না হলে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি ভাঙ্গা হবে বলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

৫, দিলকুশা বাণিজ্য বিঃ, ঢাকা-১২০৫-ফোন
s@dailyinqilab.com, web site :

[illegible]
[illegible]
[illegible]